কণ্ঠ

তারিখ ... 15 DE ... 1991 ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২ ......

ছাত্রদল ॥ নতুন কমিটি নিয়ে তোলপাড়

মামুন-অর-রশীদ ঃ

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের নবগঠিত কেন্দ্রীয় কমিটি, মহানগর ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা কমিটি নিয়ে সংগঠনের নেতাকর্মীদের মধ্যে তোলপাড় কাণ্ড শুরু হয়েছে। কমিটির একটি বিশাল অংশ জুড়ে পাড়া-মহল্লার চিহ্নিত অছাত্র, সন্ত্রাসী, বাসার কাজের লোক, ক্যান্টিনের কর্মচারী ও ছাত্রদল অফিসের কর্মচারীদের অবস্থান থাকায় কোন ছাত্রই এই কমিটি সহজভাবে মেনে নিতে পারছে না। সংগঠনের ভিতর থেকে যে কোন সময় এই কমিটির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষিত হতে পারে।

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা কমিটির শীর্ষ দু'নেতার একজন বলেছেন, 'আর যাই হোক বহিরাগতদের দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে রাজনীতি করা যায় না। ছাত্রদলের বর্তমান কেন্দ্রীয় ও মহানগর কমিটিতে দু'একজন ছাত্র ছাড়া বেশির ভাগই পদ দখলকারীরা অছাত্র, মস্তান, টোকাই, বাসার কাজের লোক। এরা মধুর ক্যান্টিনের রাজনৈতিক সংস্কৃতির সঙ্গে একেবারেই অপরিচিত। এ কারণে এদের কেউ কেউ মধুর ক্যান্টিনে এলে ছাত্রদলের টেবিলে কতক্ষণ, কতক্ষণ ছাত্রলীগের টেবিলে কিংবা ছাত্র ইউনিয়নের টেবিলে বসে। এদের কেউ কেউ লুঙ্গি পরে ছাত্রদলের মিছিলে অংশ নেয়। এসব দেখলে শুধু কষ্ট পাই তা নয় রাজনীতি ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করে।

ছাত্রদলের বর্তমান কমিটিতে প্রভাবশালী এক ছাত্রনেতার বাসার কাজের লোককে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য করা হয়েছে। জসীম উদদীন হলের ক্যান্টিন বয়কেও করা হয়েছে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। বিএনপি অফিসের চা-সিগারেট এনে দেয় এমন একজনকে করা হয়েছে কেন্দ্রীয় সদস্য। নতুন কমিটি গঠনরীতি দেখে জনৈক ছাত্রদল নেতা বলেন, 'নানু পাগলা ক্যাম্পাসে থাকলে তাকেও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য করা হতো'। কেন্দ্রীয় কমিটির একজন নেতা বলেন, হাবিব-উন-নবী সোহেল ও মনির হোসেন, মঞ্জুর এ এলাহী ও এবিএম মোশাররফ হোসেনকে কমিটিতে রেখে আই ওয়াশ করা হয়েছে। এই কমিটি গঠনে সাবেক ছাত্রদল নেতাদের প্রভাবশালী একটি অংশ ক্রীড়নক হিসাবে কাজ করেছে। তারা 'ম্যাডামকে' বোঝাতে চেষ্টা করেছেন, আন্দোলন-সংগ্রাম করতে হলে এই কমিটির বিকল্প নেই। এই প্রসঙ্গে বঞ্চিত এক ছাত্রদল নেতা বলেন, ছাত্রদলের নৈতিক সাহস ও মনোবল ধ্বংস করেছে অছাত্রদের এই কমিটি। এই কমিটি ছাত্র রাজনীতিকেই কলুষিত করেছে।

এদিকে যারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে এ্যানি-সোহেলের কমিটি ভেঙ্গে দিয়ে নতুন কমিটি গঠন করেছে তাদের মধ্যে নতুন করে গ্রুপিং শুরু হয়েছে। হিসাব-নিকাশ পাল্টে গেছে। প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছে এই কমিটির স্থায়িত্ব। সংগঠনের একজন কর্মী কেন্দ্রীয় কমিটি, মহানগর, বিশ্ববিদ্যালয় ও হলশাখাসহ চারটি কমিটিতে বিভিন্ন পদ গ্রহণ করেছে। সিনিয়র জুনিয়রের কোন হিসাব-নিকাশ ছিল না কমিটি গঠনে। অন্যদিকে ছাত্রদলের বিশাল ছাত্রগ্রুপটি সংগঠনের সকল কর্মকাণ্ড থেকে দূরে অবস্থান করছে। এই নিয়ে বিএনপি মহানগর নেতৃবৃন্দ পড়েছেন এক মহাভাবনায়। তাঁরা দু'গ্রুপের মধ্যে একটি সম্পর্ক গঠনের জন্য চেষ্টা করছেন বলে জানা গেছে।